PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-15, No.-1, May 2024

অবিনির্মাণ ও মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় উত্তরাধুনিক নারীবিশ্ব

শ্রুতি মুখার্জ্জী

সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ, কান্দি, মুর্শিদাবাদ -৭৪২১৩৭, পশ্চিমবঙ্গ;
ই-মেইল: *srutimukherjeetuli@gmail.com*

সারসংক্ষেপ

উত্তর-আধুনিক চিন্তা একটি তাত্ত্বিক ক্যালিডোস্কোপ। ইতিহাস-দর্শন-নৃতত্ত্ব-ভাষা-সাহিত্য-সমাজবিদ্যা যা কিছু মানুষের সৃষ্টি বিংশ শতাব্দীতে দ্রুত পরিবর্তিত ও প্রসারিত হয়েছে। বিশেষ করে মহাযুদ্ধের পর মানুষের অত্যধিক ব্যবহারের কারণে পৃথিবীর পৃষ্ঠ পরিষ্কার হয়। রেনেসাঁর সময় থেকেই আধুনিকতার জয়যাত্রা শুরু হয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শিল্পের প্রতিটি শাখায় মানবতা উচ্চ থেকে উচ্চ শিখরে পৌঁছেছে। তবুও আবিষ্কারের আনন্দ শুদ্ধ নয়। অহংকার ধীরে ধীরে চৈতন্যকে ঢেকে ফেলে। ক্ষমতা প্রয়োগ ও ব্যবহার করার ইচ্ছা মানুষকে অতৃপ্ত রাখে। উদ্ভাবন ক্রমাগত সৃজনশীলতার দিকে পরিচালিত করে। এই কারণেই মানুষ তার বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতের সমস্ত প্রক্রিয়ার চিরন্তন সাক্ষী হতে চায়। মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা উত্তরাধুনিক কিনা তা অনুসন্ধান অব্যাহত থাকবে। তবে তার আগে তার কবিতার প্রজ্ঞা বা যোগ্যতার মর্ম বোঝা দরকার। ইতিহাসে পাদটিকা হিসেবে নারীর অস্তিত্ব তুচ্ছতায় আবৃত। স্থান-কাল-রাষ্ট্র-সমাজ-দর্শন-বিজ্ঞান-রাজনীতি-সাহিত্য-শিল্প শুধু খনার জিহ্বা কেটে দেয়। যদিও সরস্বতী 'বাগদেবী'। এই ভন্ডামীকে বদনাম করতে, ডিকনস্ট্রাকশন ছাড়া উপায় নেই। প্রতিটি মহিলার সমস্যা আলাদা। তাদের সমস্যা আর্থ-সামাজিক অবস্থান, বর্ণ-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গের উপর নির্ভর করে ভিন্ন। মল্লিকা সেনগুপ্ত তার কবিতাকে কোনো সাধারণ সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। বিভিন্ন অবস্থান থেকে নারীর যন্ত্রণা-শোষণ-বিক্ষোভ-প্রতিরোধ-অতিক্রমের আখ্যান তার কবিতায় সহজ। এখানেই তিনি কবি হিসেবে তার প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। তার কবিতা ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে। নেলসন ম্যান্ডেলার প্রাক্তন স্ত্রী উইনি, তিস্তা শীতলাবাদ বা রূপ কানওয়ার বা পুরাণ-মহাকাব্যের চরিত্রগুলি তাদের চোখের জল এবং আগুন নিয়ে উপস্থিত রয়েছে। নিপীড়ন ও প্রতিবাদের নানা মাত্রা কবিতায় ধরা পড়েছে। তার কবিতা পড়লে মনে হয় শিল্পের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ পাঠ।

সূচকশব্দঃ উত্তরাধুনিকতা, বাংলা কবিতা, নারীবাদ, বিনির্মাণবাদ, লিঙ্গসাম্য।

উত্তরাধুনিক চিন্তাপ্রস্থান এক তাত্ত্বিক ক্যালাইডোস্কোপ। ইতিহাস-দর্শন-নৃতত্ত্ব-ভাষা-সাহিত্য-সমাজতত্ত্ব যা কিছু মানুষের নির্মাণ তার মধ্যে বিংশ শতাব্দীতে বদল ও বিস্তার এসেছে দ্রুত দ্রুত। বিশেষত মহাযুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীর দেহপট মানুষের অতি ব্যবহারে ক্লিন্ন। রেনেসাঁর সময় থেকে আধুনিকতার জয়যাত্রা সূচিত হয়। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-শিল্পের প্রতিটি শাখায় উচ্চ থেকে উচ্চতর শিখর ছুঁতে থাকে মানবসভ্যতা। আবিষ্কারের আনন্দ তবু নিষ্কলুষ থাকে না। ঔদ্ধত্য ক্রমে আচ্ছন্ন করে চৈতন্যকে। একদা বৃক্ষমানবের চাঁদে পাড়ি দেওয়া মানব মস্তিষ্কের বিবর্তনের বিস্ময়কর মাইলফলক অবশ্যই। যা বুদ্ধিভিত্তিক বিপ্লবের পরিণাম। জায়মান শক্তির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া মানুষের চৈতন্যের সাধ্যাতীত। তার ভিতরঘরে যে অস্থির রাসায়নিক কর্মকান্ড চলে তাকে নীচে এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

> The victorious concept "force"; by means of which our physicist have created God and the world, still needs to be completed: an inner will

> must be ascribed to it which I designated as "will to power" i.e., as an insatiable desire to manifest power; or as employment and exercise, as a creative drive, etc[১]

অর্থাৎ শক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহারের আকাঙ্ক্ষা মানুষকে অতৃপ্ত রাখে। নব নব সৃষ্টিশীলতার দিকে ক্রমাগত এগিয়ে দেয়। এর বশেই মানুষ তার অবর্তমান অতীত ও ভবিষ্যতের যাবতীয় প্রক্রিয়ায় শাশ্বত সাক্ষী থাকতে চায়।

মানব মস্তিষ্ক যত বিবর্তিত হয় তত শক্তিশালী হয়। ততই দেখা দেয় বিবিধতা। এদিকে ক্ষমতার কেন্দ্র ওই বিবিধতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে থাকে। এই পরস্পর বিরোধী প্যারাডক্সেই প্রান্তিকতার জন্ম হয়। যুগ-যুগান্ত ব্যাপী স্বয়ংপ্রভ নক্ষত্রের আকর্ষণে প্রান্তিক পরিসর পুতুলনাচের নিয়তি পায়। কিন্তু স্মরণে রাখা কর্তব্য, প্রত্যেক উপকণ্ঠের নিজস্ব অক্ষ ও চৌম্বকক্ষেত্র বর্তমান। তাই ক্ষমতার নিউক্লিয়ার ফিউশনের ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত শক্তিপূজক মানবসভ্যতায় ক্ষয় বা ডেকাডেন্স আসা সময়ের অপেক্ষা ছিল।

Postmodernism এর বাংলা প্রতিশব্দ আধুনিকোত্তরবাদ এবং উত্তরাধুনিকতাবাদ নিয়ে কিছু সংশয়ের অবকাশ তৈরি হয়। দু'টি শব্দেই 'আধুনিক' শব্দটি সাধারণ। কিন্তু গোল বাধে 'উত্তর' শব্দটি নিয়ে। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর শব্দের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[২] উত্তরের এক অর্থ পরবর্তী।এই সংজ্ঞাটি কালজ্ঞাপক। আধুনিক পরবর্তী অর্থে আধুনিকোত্তরবাদ যা প্রতীচ্যের Postmodernism-কে দ্যোতিত করে। এবার আসা যাক উত্তরাধুনিকতার প্রসঙ্গে। উত্তর শব্দের আরেক অর্থ "উৎকৃষ্টতর", "বিশিষ্ট" বা "সর্বোত্তম"। আধুনিকোত্তরবাদ পূর্বকালিক আধুনিকতার প্রকল্প নস্যাৎ করে ভিন্ন পথ অনুসন্ধান করে। অর্থাৎ splitted বা বিভাজিত হচ্ছে। অপরপক্ষে উত্তরাধুনিকতাবাদ পূর্বপক্ষকে ভিন্নার্থে ফিরে দেখতে চায়। আদিমতা ও আধুনিকতার যাবতীয় অভিজ্ঞান থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না; বরং তাকে বিনির্মাণ করে। তার অদৃশ্য অর্ধাংশকে, তার উপস্থিতির মধ্যে থাকা অনুপস্থিতিকে শনাক্ত করে, যাকে দেরিদা বলেন trace।[৩]

মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা উত্তরাধুনিক কিনা তার অনুসন্ধান চলবে। তবে তার আগে তাঁর কবিতার প্রজ্ঞা বা মেরিটের নির্যাস বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। ইতিহাসের পাদটিকা হিসাবে নারীর অস্তিত্ব ন্যূনতায় আচ্ছন্ন। দেশ-কাল-রাষ্ট্র-সমাজ-দর্শন-বিজ্ঞান-রাজনীতি-সাহিত্য-শিল্প শুধু খনাদের রসনা কর্তন করে। যদিও সরস্বতী "বাগ্‌দেবী"। এই কপটতাকে বেআব্রু করতে হলে বিনির্মাণ বই গতি নেই। তাঁর কবিতায় পিতৃতন্ত্রের শক্তিকেন্দ্র সুউচ্চ দুর্গম Dunsinane পার্বত্য চড়াই।আর সে চড়াই ভেঙে Birnam Wood উঠে আসে।উঠে আসে প্রকৃতি মাহার, দুর্গা সরেনরা।

দার্শনিক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক এবং লিঙ্গরাজনীতি অধিবিদ্যার মর্মে নিহিত। অধিবিদ্যার প্রজ্ঞাপন ভাষার সাহায্যে বিভ্রম রচনা করে। যা মানুষকে প্রকৃত জাগতিক বাস্তব থেকে বহুদূর নিয়ে যায়। "The postmodern feminist condition" প্রবন্ধে Amy Rossiter লিখেছেন,

> "[…] we have no innocent access to reality: reality is an effect of language because we cannot know outside of language. And language

> is social—made by humans. The very fact that language is social means that descriptions of reality are inevitably produced within the power relations of human society."[৪]

এই কৌশলের চাতুরীতে অন্যায়, অবিচার, দুর্দশার সঠিক কারণ জানা, তার প্রতিবিধান এবং ন্যায়বিচার অধরাই থেকে যায়।প্রকৃতপক্ষে সামাজিক স্থিতাবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার এক অমোঘ মায়াজাল অধিবিদ্যা। অবিনির্মাণের মাধ্যমে যখন ভাষার রূপক অলংকারের নির্মোচন করা হয়; কল্পরাজ্যের দৃষ্টি বিভ্রম অবসিত হয়। তাই অবিনির্মাণকে জগৎজোড়া অধিবিদ্যার ফাঁদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়। আর যুদ্ধক্ষেত্র মানুষের ভাষা। অবিনির্বাণের অস্ত্র ছাড়া অধিবিদ্যার প্রতাপের মহাবয়ানে সিঞ্চিত ভাষাকে নিষ্কলুষ করার ভিন্ন রাস্তা নেই।

অবিনির্মাণ একটি সমস্যাকে লক্ষ করে।তা হল চিহ্নের সাধারণীকরণ। বাস্তব দ্যোতিতের সঙ্গে দ্যোতকের কোনো সম্পর্ক নেই।তা সত্ত্বেও পাতা বলতে সব ধরনের গাছের সব পাতাকেই বোঝায়। অথচ প্রত্যেকটি পাতা একে অন্যের থেকে আলাদা বস্তু। ঠিক সেভাবেই নারীবাদের ক্ষেত্রে উত্তরাধুনিকতা সমগ্র নারীর সমস্যা নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করার মধ্যে অতিব্যাপ্তিদোষ দেখে। Judith Butler *Gender Trouble* গ্রন্থে বলেন—

> The political assumption that there must be a universal basis for feminism, one which must be found in an identity assumed to exist cross-culturally, often accompanies the notion that the oppression of women has some singular form discernible in the universal or hegemonic structure of patriarchy or masculine domination. The notion of a universal patriarchy has been widely criticized in recent years for its failure to account for the workings of gender oppression in the concrete cultural contexts in which it exists. Where those various contexts have been consulted within such theories, it has been to find "examples" or "illustrations" of a universal principle that is assumed from thestart.[৫]

কারণ প্রত্যেক নারীর সমস্যা আলাদা। অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থান, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-যৌনতা ভেদে তাদের সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন। মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর কবিতায় কোনো সাধারণ সমস্যা নিয়েই সীমিত থাকেননি। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের ভিন্ন ভিন্ন নারীর যন্ত্রণা-শোষণ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-উত্তরণের আখ্যান তাঁর কবিতায় সুলভ। এখানেই একজন কবি হিসাবে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর কবিতা ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করেছে। নেলসন ম্যান্ডেলার প্রাক্তন স্ত্রী উইনি, তিস্তা শীতলাবাদ বা রূপ কানোয়ার অথবা পুরাণ-মহাকাব্যের চরিত্রমালা তাদের অশ্রু ও অগ্নি নিয়ে উপস্থিত। পীড়ন ও প্রতিবাদের বিচিত্র মাত্রা কবিতায় ধরা পড়েছে। তাঁর কবিতা পড়লে মনে হয়, শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রের এক একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ।যেমন *কথামানবীর* প্রত্যেক চরিত্র মহাকাব্য, মধ্যযুগের ইতিহাস, পুরাণ, লোকইতিহাস, আধুনিক ইতিহাসের পাতা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে এসেছেন। দ্রৌপদী-গঙ্গা-রিজিয়া-মেধা পাটকার-মাধবী-মালতী-শাহবানু বা খনা—প্রত্যেকের

উৎস, প্রেক্ষিত, যন্ত্রণা, অপমান, লাঞ্ছনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একজনের জগত আরেকজনের সঙ্গে সাধারণীকৃত করা যায় না। এ প্রসঙ্গে Judith Butler-এরমন্তব্য আবারও স্মরণীয় –

> […] there is the political problem that feminism encounters in the assumption that the term women denotes a common identity. Rather than a stable signifier that commands the assent of those whom it purports to describe and represent, women, even in the plural, has become a troublesome term, a site of contest, a cause for anxiety....If one "is" a woman, that is surely not all one is; the term fails to be exhaustive, not because a pregendered "person" transcends the specific paraphernalia of its gender, but because gender is not always constituted coherently or consistently in different historical contexts, and because gender intersects with racial, class, ethnic, sexual, and regional modalities of discursively constituted identities.[৬]

উত্তরাধুনিক নারীবাদী তাত্ত্বিকরা অনেকেই লাকাঁ ও দেরিদার চিন্তাপ্রস্থানের দ্বারা প্রাণিত হন। নারীবাদী দর্শন চিন্তাকে পুরুষালী প্রকরণ থেকে মুক্ত করার প্রয়াস রক্ষিত হয়। Luce Irigaray –এর চিন্তাধারাকে Rosemmarie Tong ব্যাখ্যা করতে গিয়েতিনটি বিষয় উল্লেখ্য করেছেন—

> Firstly, women should stop using masculine language and develop female language which gender neutral. Secondly, woman should develop female sexuality. With the help of lesbian and autoerotic practises women can identify their potential. By exploring multifaceted body, women will be able to speak words, think thoughts and do deeds that will displace the phallus. Thirdly, "women should mime the mimes men have imposed on women. Women should take men's images of women and reflect them back to men in magnified proportions. Through miming, women can "undo the effects of phallocentric discourse simply by overdoing them.[৭]

উদাহরণস্বরূপ *ছেলেকে হিসট্রি পড়াতে গিয়ে* গ্রন্থের "Mrs বাংলish-এর আত্মবিলোপ" নামক কবিতা নেওয়া যায়। লিঙ্গভাষারাজনীতির এক বিচিত্র উপাখ্যান রচনা করেন কবি –

> একদা গোধূলি লগ্নে বাংলা আর ইংরেজির বিয়ে হয়েছিল
> ...
> পরম আয়েশ করে কর্তা গিন্নী TV দেখছেন
> এমন সময় ছেলে একটা লাঠি উঁচিয়ে বলল
> Expecto Patronum! মা, papa সবাই vanish
> পোকেমন master হব! সারা world rule করব!
> ...
> লাফিয়ে ওঠেন শুনে Mr. English
> এইতো diaspora! hybrid ভাষা!

দেখ এতদিন পরে বাংলার ঘরে ঘরে সত্যি সত্যি বকচ্ছপ!
আমাদের ছেলে হবে একই সঙ্গে global, গোপাল
শ্রীমতী বাংলার বড় দুঃখ হয়, তবু মেনে নেন
বাঙালি ঘরের দিদা ঠাকুমার কাছে শুনেছেন
সাত চড়ে রা কাড়েনা বাংলার মেয়েমানুষেরা
...
ইংরেজির বশ মেনে ভাল বউ হতে পারলেই
ছেলে হবে corporate দুনিয়া শাসক
শ্রীমতী বাংলার এই sacrifice এর জেরে এরপর থেকে
Mr. English আর Mrs.বাংlish
অতঃপর মহাসুখে ঘরকন্না করতে লাগল।[৮]

কবিতাটি রূপকের আধারে রচিত। ইংরাজি ও বাংলা ভাষার শোষিত শোষক সম্পর্কটি রূপকায়িত হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর কর্তৃত্ব ও বশ্যতার সম্পর্কের আধারে। মূঢ় ম্লান মূক মুখে প্রতাপের প্রাবল্যের কাছে নতজানু হওয়া একমাত্রিক নয়। শুধু ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদের কাছে নিজের ভাষা-পরিচয়-সত্ত্বা উৎসর্গ করাতেই তা থেমে থাকে না। ওই একই ক্ষমতাতন্ত্র পোশাক বদলে পিতৃতন্ত্রের সুউচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী বাংলা নারী, বর্ণমালা কিংবা নারীর ভাষা একই অঙ্গে এত ধরনের শোষণের সাক্ষ্য বহন করেন। ইংরেজি ভাষা ছড়ি হাতে ম্যাসকুলাইন ল্যাঙ্গুয়েজের প্রতিনিধিত্ব করে। বাংlish শব্দের অর্থ আর শুধু মিশ্রিত বাংলা থাকে না। নারীর স্বনামের অন্তে পরপদবীর তীব্র অসামঞ্জস্যকে, নারী ও তার ভাষার বিলোপকেও কবি ইঙ্গিত করেন –

শ্রীমতী বাংলা মানে বিয়ের পর মিসেস বাংlish
বললেন ঠিক আছে sacrifice করছি বাংলা পড়ব না[৯]

এক জাতির কাছ থেকে তার মাতৃভাষা লুঠ হয়ে যায় –আর নারীর কাছ থেকে আত্মপ্রকাশের নিজস্ব ভাষা খোয়া যায়।

একই রকম ভাবে "আমার মেয়ে" কবিতায় –

আমার নিষ্পাপ কন্যাকার পাপে তন্দুরে পুড়েছে
পুড়েছিল
কিন্তু ওই আদিগন্ত ভস্ম রাশি থেকে
নতুন যে মেয়ে আজ উঠে দাঁড়িয়েছে
তারও নামবই[১০]

"মেয়ে" শব্দের অর্থ বিলম্বিত হতে থাকে ক্রমশ। মেয়ে, বই, লেখা বা নিজের মতামত সবই বিপন্ন ধর্মীয় মতাদর্শগত রাজনৈতিক সামাজিক বিবিধ মহাবয়ানের রক্তচক্ষু থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রান্ত যে ফুল ফোটায় তা অগ্নিসম্ভব। গ্রন্থাগার পুড়িয়ে, গ্রন্থাকারকে হত্যা করে বা নারীর জিহ্বা কর্তন করে সেই লেলিহান ফিনিক্সকে পরাহত করা যায় না।

নারীর আকাঙ্ক্ষা, তার যৌনতা এক তালাবন্ধ পাতালঘরের ইতিহাস। রাষ্ট্র,সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম এবং পরিবার তার জরায়ুকে শর্তসাপেক্ষে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু নারীর জি-স্পট নিষিদ্ধ। ফলে নারীর যৌন মনস্তত্ত্বটিও পুরুষের কাছে অধরাই থেকে যায়। মল্লিকা লেখেন–

প্রভু সাজার ইচ্ছে হলে
প্রেমিক তুমি নও
ভালোবাসার আদর দেব
বন্ধু যদি হও।[১১]

এই হল নারীর সেক্সুয়ালিটি বা যৌনতার ভাষা। তার পরম শীর্ষে পৌঁছতে হলে অহংএর বোঝা, প্রতাপের ভার সরিয়ে ফেলতে হয়। কর্মে ও নর্মে সমপ্রাণতায় নামতে হয়। বিপরীতে পুরুষের যৌনতা আগ্রাসী। নারীকে অধিকার না করলে, আনুগত্য না পেলে, চিহ্নিত না করলে, আবার সময়-সুযোগ-সুবিধা মতো ব্যবহৃত এবং পরিত্যক্ত নীতি না নিলে তার চলে না। যৌনতা পুরুষের কাছে একরকম যুদ্ধ; যা সে জিততে চায় যে কোনো মূল্যে। অন্য পুরুষকে, অন্য যৌনতাকে পরাজিত করে বা প্রিয় নারীর হাত মুচড়ে দিয়ে, শরীরে কালশিটে উপহার দিয়ে –

সে দেখত সারারাত সারারাত রক্ত ঝরে পড়া
পাশের জানালা থেকে রাত্তিরের চোখ
জ্বলজ্বল করে ওঠে— লোকটা লাথি মেরে
বন্ধ করে দিয়ে বলে 'প্রাইভেসি চাই, প্রাইভেসি '
'বউকে মারছ কেন?' জানলা চেঁচায়
"আমার ছাগল আগা কাটব না পাছা
আমাকে ভাবতে দিন"–লোকটা বলল[১২]

পুরুষ স্বামী হোক বা প্রেমিক নিজেই নিজের প্রতিশব্দ দাঁড় করায় যৌন প্রভু। নারী ও পুরুষের যৌনতার দূরত্ব ধরা পড়ে বিপ্রতীপতায়

তুমি ভালবেসে ছিলে আগুন আগুন
পরিবর্তে সে তোমার কণ্ঠস্বর জ্বালিয়ে দিয়েছে[১৩]

"মেয়েদের অ আ ক খ" কবিতায় মল্লিকা মেয়েদের যৌনতার রংবেরং রামধনুর সন্ধান দেন –

সাফো ছিলেন প্রথমা শ্লোক
সরস্বতী আশিরনখ[১৪]

যে নারী নারীর যৌনতার কথা বলেন, কবিতা লেখেন, সমপ্রেমের ঘোষণা করেন তাঁর ভবিতব্য তো নির্বাসনই। মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় উত্তরাধুনিক নারীচেতনার সাক্ষর হিসাবে সমকাম হোক বা ট্রান্সজেন্ডার, নারীর যত নিষিদ্ধ কথা উঠে আসে—

লেসবিয়ান লেসবিয়ান
যৌনতার বিনির্মাণ[১৫]

কিংবা,

চন্দ্রবিন্দু সংবিধান
অর্ধনারীশ্বর এর গান[১৬]

পুরুষের যৌনতায় প্রখর আধিপত্য ও প্রভুত্বের ঘ্রাণ না থাকলে সে তৃপ্ত হয় না। নেশা জমে না পর্যাপ্ত। তাই man on top position এর আমেরিকান নাম "the male superior position" যা পুরুষকে যৌনতায় সক্রিয় ও নিয়ন্ত্রক ভূমিকা নিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে বিপরীত রতি বা riding positionএ নারী তার পুরুষসঙ্গীর উপরে যৌনচালকের ভূমিকা নেয়। নিয়ন্ত্রণ করে গতি ও প্রাবল্য। "উটপুজো" কবিতায় মল্লিকা মেয়েদের সেই নিজস্ব যৌনতার ভাষা-ভাব-রাগমোচনের চিত্রকল্প রচনা করেন –

ডাগর মেয়েটি উঠে বসল উটের পিঠে জুড়ে
ঘাসের চাপড়া বাঁধা জুতো পায়ে পরনে চামড়া
পিঠে বসবার সে যে কি আরাম মেয়েরাই জানে
পিঠ দোলে সঙ্গে দোলে সাত রং অবচেতনের[১৭]

আবার "মেয়েটি" কবিতায়,

কিন্তু ওর এক চক্ষু আইনের দিকে
পেছনে মহান এক ম্যানর হাউস
একলা দাঁড়িয়ে থাকে
পাইন ফলের চেয়ে উত্তেজক দৃশ্য মেয়ে কখনো দেখেনি
নীচে নদী
নীচেই পাহাড়
সেখানে যুবতী মেয়ে নেমে যাচ্ছে আকণ্ঠ তৃষ্ণার
চোখের নিমেষে তাকে গিলে ফেলে নদী ও পাহাড়।[১৮]

Phallagocentrism এর ধারনাকে এইসব কবিতার ছত্রে ছত্রে নস্যাৎ করে দেন কবি।

Luce Irigaray কথিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তের জন্য আবার অবিনির্মাণের কাছে ফেরত আসতে হয়। কবিতার নাম বেতকলসির জল। রেনুকা, জমদগ্নি ও পরশুরাম— একটি পরিবার, চিরন্তন কাঠগড়ায় নারীর সততা তথা সতীত্ব এবং আর এক মাতৃহত্যার কদর্য পুরাকথা। সর্বশক্তিমান ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরাকথায় রেণুকার বিনা দোষে মৃত্যুদণ্ড হয়। তাও তার স্বামীর আদেশে এবং পুত্রের দ্বারা। তবে মনে রাখতে হবে, ঋষি জমদগ্নির কুপ্রস্তাবে রেণুকার অন্য পুত্ররা সম্মত হননি। পরশুরাম হয়েছেন; তাই ধর্ম তাকে অবতার বলে পুরস্কৃত করে।

এখন পিতৃতন্ত্রের মাল-মশলায় ঠাসা পুরাকথার প্রথম বিনির্মাণ লৌকিক ঐতিহ্য ঘটেযায়। কর্ণাটক-অন্ধ্রপ্রদেশের-তামিলনাড়ুর বিভিন্ন স্থানে রেণুকা দেবী রেণুকা বা "ইয়েল্লাম্মা" বা জগন্মাতা রূপে পূজিতা হন। শাস্ত্র যাঁকে হত্যা করে, কালিমালিপ্ত করে, চন্দ্রগুত্তি গ্রাম তাকে নগ্নতার শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করে উত্তরাধুনিক প্রজন্মের প্রায়শ্চিত্ত করে।

রেণুকা মা ও স্ত্রী ছাড়াও ছিলেন একজন শিল্পী। তাঁর হাতে বোনা বেতকলসির থেকে জল পড়ে না। কিন্তু এই প্রতিভাই তাঁর সর্বনাশ করে। নদীতে যাওয়ার পথে রেণুকা দেখেন জলে সঙ্গমরত এক রাজা ও তার সঙ্গিনীদের। মৈথুনদৃশ্য দর্শনে অতৃপ্ত যৌন বাসনা ক্ষণিকের জন্য তাঁকে অশান্ত করে। কারণ বৃদ্ধ ঋষির সঙ্গে যুবতী রেণুকার দাম্পত্য ছিল স্বভাবতই শীতল। স্ত্রীর মনের এই ক্ষণচাঞ্চল্যে ক্রোধ আর হীনমন্যতায় অন্ধ হয়ে যান জমদগ্নি। কারণ আজ বেতকলসি থেকে অবরুদ্ধ জল পড়েছে। তাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পেতে হয় রেণুকাকে।

এখন মল্লিকার কবিতায় বেতকলসির জল হল রেণুকার নিজস্ব যৌনতার কল্পবিশ্ব, যাকে দিনের পর দিন স্বহস্তে অবদমন করেন তিনি। তাঁর যৌন ইচ্ছাও অপরাধ, নিষিদ্ধ। তবে তা স্বাভাবিক। রেণুকার নিজের কথায় –

রেণুকা : চোখে চোখে একি তারামৈত্রী ঘটে গেল।
যৌবনের দ্বারপ্রান্তে এসে
দেহমনে একী আলোড়ন
কে এই পুরুষ যার চোখে সর্বনাশ!
ভুলে যাচ্ছি আমি এই ঋষিপত্নী, ঋষির জননী
বয়স তিরিশ পার হয়ে গেছে কবে
শুধু এই পথ জেগে আছে—আমি নারী।[১৯]

হ্যাঁ, কল্পনায় যদি রেণুকা বৃদ্ধ স্বামীর অকেজো নিথর লিঙ্গ বা phallusকে প্রতিস্থাপন করে থাকেন তাতে কিম্পুরুষ পিতৃতন্ত্রের শিকড় নড়ে যায় বই কি –

বেতকলসি থেকেও আজ জল পড়েছে
অলৌকিক ক্ষমতা তোর নষ্ট হলো কেন[২০]

বেতকলসি তথা রুদ্ধ বাসনার অর্গল মুক্ত করে স্বাধীন হতে চায় যে নারী সে তার অলৌকিক সতীত্বের আরোপিত মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে।প্রত্যাখ্যান করে পবিত্রতার আদর্শের ঘন অনৃত বয়ান।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। যে সন্তানকে গর্ভে ধরতে নগ্ন হতে হয় জননীকে, যে সন্তানকে জীবন দিতে নগ্ন হতে হয় জননীকে, সেই জননীর পিছনে মৃত্যু হয়ে ধাওয়া করে তারই পুত্র। তখন ত্রাসে জননী পালাতে পালাতে আরো আরো নগ্ন হয়ে যান। কারণ পিতার শিক্ষায় পরশুরাম জেনেছেন—

গর্ভ ক্ষণিকের তাঁবু মনে রেখো ঔরস শাশ্বত[২১]

যে জননী নিজের লজ্জা বাজি রেখে জীবন দেন সন্তানের, সেই সন্তান মৃত্যুদূত হয়ে ধেয়ে আসে। লজ্জা ও বস্ত্র হরণ করে তার –

জননীর এই লজ্জা কোথায় রাখবে
একে একে আবরণ খুলে নিচ্ছে অশ্লীল বাতাস[২২]

--এই দৃশ্য পুনরাবৃত্ত হয় পুরুষতন্ত্রের উদ্দেশে। নগ্নতার মূল্য ভবিষ্যৎ নগ্নতার অর্ঘ্য দিয়েই চোকায়। মল্লিকা লেখেন –

ওই দ্যাখো একে-একে ছুটছে সকলে— কারো-কারো

বেঢপ শরীর কারো পিঠে ক্ষত, কেউ অসামান্য
আর তরুণী নারীরা যেন অনাবিল অপ্সরা
এই স্থানে থেমে যায় যুক্তি বুদ্ধি সংস্কার সব
এ কী কুৎসিত, এ কী অপরূপ মানবিক হোম
কিন্তু কেন! কেন এরা নগ্ন হয়ে উপাসনা করে![২৩]

পিতৃতন্ত্রের হীনমন্য হীনতার হাতে একদিন প্রতিদিন বিবস্ত্র হন রেণুকারা। তার উত্তর এই পুনরাভিনয়ে—তার উত্তর মণিপুরের মায়েদের নগ্ন মিছিলে। পৌনঃপুনিক ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দেয় নপুংসক পুরুষতন্ত্রের দুর্বল লিঙ্গসর্বস্বতার প্রতি। হাজার বছর ধরে নারীকে বস্ত্রহীন করতে করতে পুরুষ তার শরীরে তুলে দিয়েছে অমোঘ অস্ত্র। সেই নির্বস্ত্র হওয়াকেই উত্তরাধুনিক পৃথিবীতে নারী প্রতিরোধ ও উদযাপনে রূপান্তরিত করে।

ইতিহাসের সাংস্কৃতিক নির্মাণ পৌরুষ বা ম্যাস্কুলিনিটিকে জেন্ডার বলে সূচিত করে না। এ প্রসঙ্গে Wittig Monique তাঁর *The Straight Mind and Other Essays* প্রবন্ধ সংকলনের অন্তর্গত "The Point of View: Universal or Particular" প্রবন্ধে বলেছেন,

> Gender is the linguistic index of political opposition between the sexes. Gender is used here in the singular because indeed there are not two genders. There is only one: the feminine, the "masculine" not being a gender. For the masculine is not the masculine, but the general.[২৪]

মল্লিকা সেনগুপ্তের একটি অত্যন্ত পরিচিত কবিতা "ছেলেকে হিসট্রি পড়াতে গিয়ে"।এই কবিতার অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হল—

পূর্বপুরুষেরা একা, একা একা উত্তরপুরুষ
উত্তরমানুষ নেই, পূর্বনারী নেই আমাদের,
হিসট্রি তো শৌর্য বীর্যে ভরা 'হিজ স্টোরি'
সেই ইতিহাসে কোনও নারীর উল্লেখ নেই বলে
আমরা বুঝেছি নারী ছিল না তখন;
জাভাপুরুষের গর্ভে পুরুষের জন্ম হয়েছিল[২৫]

দেখা যাচ্ছে আদিমানুষের প্রতিশব্দ আদিপুরুষ। ভাষায় লিঙ্গ পরিচয়কে বিশেষত্ব দান করে নারী, পুরুষ নয়। অন্য বা অপর লিঙ্গ হিসাবে, ঊনমানুষ হিসাবে, নারীর সূত্রপাত।

*কথামানবী*র নান্দীমুখে মল্লিকা লিখেছেন—

সেই ইতিহাসে কোনঠাসা নারী আমরা
শুরু করলাম কথা মানবীর ভাষ্য[২৬]

*কথামানবী*র পাতায় মল্লিকা লেখেন, "ঋগ্বেদ থেকে একুশ শতক পর্যন্ত আমার বিচরণকাল। ইতিহাসের ছাই এবং ভস্মের মধ্যে নারী নামক যে আগুন চাপা পড়ে আছে, আমি তারই ভাষ্যকার।"[২৭]

--অনুপম তীক্ষ্ণতায় কবি ছাই ও ভস্মের গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ থেকে প্রমেথিয়াসের মতো তুলে আনেন আণুবীক্ষণিক সেইসব নিষিদ্ধ আগুন। ব্যাস-বাল্মিকী-দান্তে-রাষ্ট্র-উন্নয়ন-শরীয়ত-ধর্ম-পরিবার-বিবাহ-সমাজের প্রকাণ্ড ও সর্বগ্রাসী সাধারণীকরণ অস্বীকার করে ছিটকে আসে স্থানীয় বয়ানের ফুলকিগুলি— খনার কর্তিত রসনা, কন্যাভ্রুণের রক্ত, যাজ্ঞসেনীর রজো, গাঙ্গেয় উপনিবেশ, নদীমাতৃক বিপন্নযাপন। উত্তরাধুনিক নারীবাদী লেখিকা Helen Cixousএর অসামান্য প্রবন্ধ *The laugh of Medusa.* এই প্রবন্ধে তিনি মহাবয়ানের চিরাচরিত ক্ষমার অযোগ্য দমনমূলক প্রবণতার উল্লেখ করেছেন—

> writing has been run by a libidinal and cultural-hence political, typically masculine-economy; that this is a locus where the repression of women has been perpetuated, over and over, more or less consciously, and in a manner that's frightening since it's often hidden or adorned with the mystifying charms of fiction; that this locus has grossly exaggerated all the signs of sexual opposition (and not sexual difference), where woman has never her turn to speak.[২৮]

গালব ও মাধবীর পৌরাণিক আখ্যানটি এই ধরনের ফিকশনের সার্থক নমুনা। পিতৃতান্ত্রিক প্রথায় কন্যাদান করা হয় বরপণ বা যৌতুকসহ— যার নাম বিবাহ। এদিকে গুরুদক্ষিণাভিক্ষার্থী গালবকে মাধবীর পিতা কিছু অশ্ব দেন এবং বাকি অশ্বের বদলে তাঁর কন্যা মাধবীকে তুলে দেন গালবের হাতে। গালব তিনবার মাধবীকে বিনিয়োগ করেন গুরুদক্ষিণার ঋণ চোকাতে। না,"মাধবীজন্ম" কবিতায় মাধবীকে নিয়ে বেশি কিছু বলেননি কবি। তাঁর উদ্দেশ্য মেধাবী ব্রাহ্মণ গালব। কবি কখনো বলেন—

> মেধা ছাড়া ব্রাহ্মণ এর অন্য ধন নেই[২৯]

বা,

> গালব যাত্রা করলেন
> ক্ষত্রিয়ের দরজায় ভিক্ষা ঝুলি হাতে[৩০]

তার কিছু পরে দেখি ব্রাহ্মণ হয়ে উঠেছেন এক দুঁদে বণিক—

> ভিক্ষা নয় বিনিময়ে নারীরত্ন দেব[৩১]

সুলক্ষণ ঘোটকের বদলে সর্বসুলক্ষণা মাধবীর একটি বছর— চুক্তি হয়। ব্রাহ্মণের মহামূল্যবান ধন নারীরত্ন! বিদ্যা নয়, নারী বেচে গুরুদক্ষিণা দেন তিনি। পরিশেষে আসে সেই মহামহিম মুহূর্ত–

> অপরাধবোধে ক্লিষ্ট গালব যেদিন
> বিবাহ প্রস্তাব দিয়ে বললেন, নারী
> ক্ষমা করো অপরাধ, তুমি কি সম্মত?
> মাধবীর চোখ ফেটে রক্ত নেমে এল।
> সেই রক্ত আজও থাকে নারীর সিঁথিতে।[৩২]

সর্বমোট পাঁচবার এই কবিতায় গালব মাধবীকে প্রশ্ন করেন "তুমি কি সম্মত?"—চারবার বিনিয়োগের জন্য আর শেষ তথা পঞ্চমবার বিবাহের জন্য। এখানে 'সম্মতি' শব্দের অর্থ নিয়ে এক ধরনের খেলা তৈরি হয়। অর্থের স্থগন বা বিলম্বিতকরণ জাতীয় অবিনির্মাণী ব্যাখ্যা তো রয়েছেই। কারণ 'সম্মত' একটি নিয়মমাফিক উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টি। বাস্তবিক সম্মতির সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই। আসল

কথা অর্থকারক এখানে কৃত অর্থ থেকে স্বেচ্ছায় পলায়ন করে। তবে এখানেই শেষ নয়, অন্তিম সম্মত প্রশ্নে বিবাহ প্রস্তাব দেওয়া হয় তাতে করে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান ও বিবাহ প্রস্তাবের যাবতীয় রোমান্টিকতাকে উপড়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলেন কবি। বিবাহ নামক দোকানদারি এবং বিবাহ নামক রূপকথার কদর্য অথচ শিল্পিত Pastiche তৈরি হয় "তুমি কি সম্মত" এই বাক্যের তুমুল উত্তরাধুনিকতায়।

গার্হস্থ্য অতি আবশ্যিক কর্তব্যকর্ম। শিশুপালন মায়ের দায়িত্ব—তাই মাসমাইনে বা দিনমজুরি ধার্য হয় না। মার্কসবাদ অর্থব্যবস্থাকে ভিত্তিকাঠামো হিসাবে চিহ্নিত করে। গণতন্ত্রের বিপরীতে শ্রমিক-মজুর-কৃষক শ্রেণীর শ্রেণী-সংঘর্ষের তত্ত্ব উপস্থাপন করে। সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নও দেখায়। বিপ্লব আসে বিপ্লব যায়। কিন্তু এই মেটান্যারেটিভে উহ্য থেকে যায় যে অর্ধেক আকাশ ছেয়ে ফেলা প্রশ্ন, তা' উচ্চারণ করেন মল্লিকা—

কখনো বিপ্লব হলে
পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য হবে
শ্রেণিহীন রাষ্ট্রহীন আলোপৃথিবীর সেই দেশে
আপনি বলুন মার্কস, মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী হবে?[৩৩]

এক ধরনের moral relativism বা নৈতিক আপেক্ষিকতা মল্লিকা সেনগুপ্তের কোনো কোনো কবিতায় প্রতীয়মান হয়। উত্তরাধুনিকতায় এ এক লক্ষণীয় চরিত্র। স্থবিরতা উত্তরাধুনিকতার কেউ নয়। যেমন *মেয়েদের অ আ ক খ* কাব্যগ্রন্থের "উইনিকে" কবিতায়—

দীর্ঘ সংগ্রামের পর যে মহামানব
সন্তানের জননীকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
হাসিমুখে গণতন্ত্রের শপথ নিলেন
আমি তাকে আজ আর বিশ্বাস করি না।[৩৪]

নেলসন ম্যান্ডেলা সাতাশ বছর কারাবন্দী থাকার পর মুক্তি পান। আর মুক্তির অব্যবহিত পরে রাষ্ট্রবিপ্লবে-রাজদ্বারে-আন্দোলনে-অপত্যপালনে-বন্ধুকৃত্যে যুবতী থেকে প্রৌঢ়া হয়ে যাওয়া স্ত্রীকে তিনি উপহার দেন বিবাহবিচ্ছেদ।

আবার এই ম্যান্ডেলাকে নিয়েই তিনি পরে আর একটি কবিতা লেখেন—

আজ সংবাদপত্রে ম্যান্ডেলা তোমাকে দেখেছি
পঞ্চাশ বয়সি গ্রেসা ম্যাচেলের চশমার প্রতি
বয়স্ক ত্বকের প্রতি, বিষন্ন ঠোঁটের প্রতি তোমার চুম্বন
দেখে মন ভালো হয়ে যাচ্ছে আমাদের
তাহলে পুরুষও পারে এরকম অন্ধ ভালবাসা![৩৫]

বৃদ্ধ বয়সে প্রতাপান্বিত পুরুষের পক্ষে প্রেমিক হওয়া শক্ত। সহজ বরং অসম বয়সে চিনির দানা ছড়ানো, যার দেখা মেলে আকছার। বার্ধক্যে ম্যান্ডেলার যদি এক বৃদ্ধার প্রতি প্রেম জন্মায় প্রতিনিয়ত একই অঙ্গে বহু বর্ণ ধারণ করে পরস্পর বিরোধিতার স্রোতে সাঁতরে উত্তরাধুনিক জীবনবোধ এক

সার্বজনীন আপেক্ষিকতার দলিল হয়ে ওঠে। আসলে জীবনবোধের অনড়তা যে অবৈজ্ঞানিক উত্তর আধুনিক চিন্তা প্রস্থান সেই পাঠই দেয়।

রবীন্দ্রনাথের বহু প্রচলিত সুখপাঠ্য কবিতা "বীরপুরুষ"। যেখানে কল্পনার রাজ্যে মাকে নিয়ে খোকা বিদেশ ঘুরে জনমানবহীন পথ পাড়ি দেয়। পথে ডাকাত দ্বারা আক্রান্ত হলে শিশু পুরুষ যুদ্ধ করে মাকে রক্ষা করে। কবিতাটি অত্যন্ত সুললিত। এর একরৈখিক আদর্শ সন্তানের কর্তব্য মাকে রক্ষা করা ইত্যাদি। তবে তা করতে গিয়ে বাস্তবের অপলাপ করে। রবীন্দ্রনাথ এ কবিতায় বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ দেন যদিও—

রোজ কত কি ঘটে যাহা-তাহা—
এমন কেন সত্যি হয় না, আহা।[৩৬]

কিন্তু গলদ ওই সত্যের আকাঙ্ক্ষাতেই,

ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল!
কি দুর্দশাই হতো তা না হলে।[৩৭]

এখন মল্লিকা বীরপুরুষ কবিতায় মা ও সন্তানের শরণার্থী ও পরিত্রাতার এই বাইনারি অপজিশনের বয়ানকে ভাঙেন তথা অবিনির্মাণ করেন। প্রশ্ন হল কীভাবে? তিনি কবিতার নাম রাখেন "বীরপুরুষের মা"। এখানে সম্বন্ধে এর বিভক্তি যতখানি পরিচয়জ্ঞাপক তার চেয়ে বেশি পূর্বাধিকার বাচক বলতে গেলে মায়ের বীরপুরুষ –

১০০ বছর পার করে 'মা'বদলে গেছে রোরো
এখন মায়ের পিঠে চড়েই দেশ-বিদেশে ঘোরো।[৩৮]

রোরো মল্লিকার আত্মজ। আর মাতৃত্বে, গর্ভধারণে, সন্তান প্রসবে, স্তন্যদানে, অপত্যপালনে শুধু স্নেহ কাতরতা উদবেগ আর ভয় থাকে না। মাতৃক্রোড় শুধু আরাম আর আশ্রয়স্থল নয়, পূর্বোক্ত ভূমিকা পালনে অমিত শক্তির আধার হয়ে উঠতে হয়। অপত্য স্নেহের অন্তক্ষরণ প্রয়োজনে মাকে দশায়ুধা করে। আর সেই মা তখন কোমর বাঁধেন—

তবু তেমন তেপান্তরের মাঠে
ডাকাতের আগুন জ্বেলে মাঠে
মা আর ছেলে দু'জন লড়ব যুদ্ধ
হারব জিতব আমরা অনিরুদ্ধ[৩৯]

যে দুই হাত বীরপুরুষকে ধারণ করে, সহসা ওই দুই হাতেই বীরপুরুষ অস্ত্র হয়ে ওঠে, মা যোদ্ধা আর সন্তান তার আয়ুধ–

তুই বলবি মা গো তোমার কি জোর দুই হাতে!
আমি বলব ভাগ্যে রোরো ছিল আমার সাথে[৪০]

নারী পুরুষের চিরাচরিত দ্বৈত বিরোধের শক্তিকেন্দ্রটিকে মল্লিকা অস্বীকার করেন। তাই –

মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে>খোকাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে

পূর্বোক্ত কবিতার পংক্তিকে সামান্য বদলে দিয়ে এক অসম অনুলাপ রচনা করেন যাকে দেরিদা তার *The Gift of Death* গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে Hetero-tautology নামে অভিহিত করেছেন—

> We are not just playing here, turning this little sentence around in order to make it dazzle from every angle. We would only pay slight and bemused attention to this particular formula and to the form of this key if, in the discreet displacement that affects the functions of the two words there didn't appear, as if on the same musical scale, two alarmingly different themes [partitions, (musical) scores] that, through their disturbing likeness, emerge as incompatible.[৪১]

মল্লিকা আধুনিকোত্তর পৃথিবীতে লেখনী ধারণ করেছেন। তাই মহাবয়ানের আওতা থেকে তাঁর ভাব-ভাষার বিশ্ব মুক্ত। প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে বা কেন্দ্র থেকে প্রান্তে তাঁর অবাধ চলাচল। কিন্তু প্রতিবাদ বা বিচ্ছিন্নতায় আদৌ তিনি থামেন না। সহজ কথায় বললে, বিশেষ কোনো ঘেরাটোপের মধ্যে মল্লিকার কবিতা সীমায়িত নয়। সমাজতত্ত্বের অধ্যাপিকা হবার সুবাদে বিবিধ বিষয় তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। কিন্তু কবিতার পাতায় পাণ্ডিত্য প্রজ্ঞায় রূপান্তরিত। প্রতিবাদ আছে। যেমন,"আরোগ্যের খোঁজে" কবিতায় আধুনিক পুঁজিবাদী সভ্যতার সন্তান অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ইমারত গড়ে। আদিম লোভের উত্তরাধুনিক পরিণাম রচনা করে—

আমরা জলের কাছে যাই
রোগ বিছানার পিঠে চড়ে
ড্রিলিং চলছে, তেল আছে কিনা জানবে মানুষ
নদীর দু'তীরেকালো ধোঁয়া মেলে
শিল্পযুগ আমাদের বরণ করছে[৪২]

আবার "রোবট" কবিতায়

গোষ্ঠীপতি উপগ্রহ নিরাময় চান,
রাষ্ট্র চায় রোবট সমাজ
'পৃথিবীর ক্রমমুক্তি' রোবটের পথে
টিকটিকি হেসে ওঠে ছবির আড়ালে।[৪৩]

পোস্টমডার্ন চিন্তাপ্রস্থানের অপর এক লক্ষণ হল simulacrum.যার অর্থ বাস্তবতার সাদৃশ্য প্রতিপাদন বা অনুরূপতা বা অনুকরণ। *Ecclesiastes*-এর ভাষায় "The simulacrum is never what hides the truth— it is the truth that hides the fact that there is none. The simulacrum is true."[৪৪]

"পিতার পৃথিবীতে" কবিতায় কবি একবার জানান –

পৃথিবী পিতাদের! লক্ষবার আমি
কী করে জন্মেছি লক্ষ ঔরসে[৪৫]

অথচ একই সঙ্গে পিতাদের পৃথিবী হওয়া সত্ত্বেও

মেঘের রাজসভা অথবা বাংলোয়
শিশু কাকলির সম্ভাবনা ছিল
সে যদি জন্মাত মাতাল আর শুঁড়ি
কেরানি ডাক্তার জিভের প্রলোভন
এড়াতে পারত না, বলত ওই ছোটে
জারজ শিশু তার— পেছনে চিৎকার[৪৬]

পিতৃঔরস ব্যতীত কোনো শিশুই জন্মাতে পারেনা। অথচ পিতৃপরিচয়হীন শিশুর অভিধা— জারজ এটাই পিতার পৃথিবীর অলিখিত প্রথা। 'জারজ শিশু' পিতার পৃথিবীর সার্থক simulacrum যা একই সঙ্গে পিতার পৃথিবীর অনুকরণ হয়েও পিতার পৃথিবীকেই নস্যাৎ করে দেয়। জন্মাতে না পারা জারজ শিশু পিতার ঔরসকে, তার শূন্যতাকে প্রতিপাদন করে।

সংক্ষিপ্ত জীবনকালে মল্লিকার কবিতা বিচিত্রগামী হয়েছে। তাঁর দৃষ্টি ছিল টেলিস্কোপিক। প্রকৃতপক্ষে এই সংকীর্ণ পরিসরে সর্বত্র আলোকপাত করা সম্ভব নয়। উত্তরাধুনিক তত্ত্ব ও বিতর্ক চলবে। মল্লিকা থাকবেন তাঁর গভীরতা ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে; শিল্প, সততা ও স্বীকারোক্তির বেণীবন্ধনকে উন্মুক্ত করে।

তথ্যসূত্রঃ

১। Nietzsche, Friedrich. "The Will to Power in Nature."*The Will to Power*, trans. Walter Kaufmann & R.J. Hollingdale,Vintage Books: New York,1967, p- 336.

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। বঙ্গীয় শব্দকোষ। সাহিত্য অকাদেমী: নিউ দিল্লী, ১৩৪০-১৩৫৩, পৃ. ৩৮৬।

৩।https://literariness.org/org/2016/03/22/derrida-trace-and-play/

৪।Rossiter, Amy."The postmodern feminist condition: new condition for social work", *Practice Research in Social work: Postmodern feminist perspective*. Routledge: London and New York, 2000. P- 25

৫। Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Taylor & Francis e-Library, 2002. p-6.

৬।Ibid.

৭। Tong, Rosemarie. "Psychoanalytic Feminism." *Feminist Thought: A more Comprehensive Introduction. Third Edition*. Westview Press: USA, 2009, pp-156-157.

৮। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। *ছেলেকে হিসট্রি পড়াতে গিয়ে*। প্রথম ই-বুক সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ২০২০, পৃ. ৪০-৪১।

৯। তদেব, পৃ. ৪০।

১০। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। "মেয়েদের অ আ ক খ"। *কবিতাসমগ্র*। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৫৫।

১১। তদেব, পৃ. ১৬৪।

১২। তদেব, পৃ. ১৭৮।
১৩। তদেব, পৃ. ১৯৩।
১৪। তদেব, পৃ. ২০২।
১৫। তদেব, পৃ. ২০১।
১৬। তদেব, পৃ. ২০২।
১৭। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। "অর্ধেক পৃথিবী"। *কবিতাসমগ্র*। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১১৭।
১৮। তদেব, পৃ. ১২৭।
১৯। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। "হাঘরে ও দেবদাসী"। *কবিতাসমগ্র*। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৯৯-১০০।
২০। তদেব, পৃ. ১০২।
২১। তদেব, পৃ. ১০৫।
২২। তদেব, পৃ. ১১০।
২৩। তদেব, পৃ. ৯৮।
২৪। Quoted in Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Taylor & Francis e-Library, 2002. p-27.
২৫।সেনগুপ্ত, মল্লিকা। *ছেলেকে হিসট্রি পড়াতে গিয়ে*। প্রথম ই-বুক সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ২০২০, পৃ. ৭।
২৬।---। "কথামানবী"। *কবিতাসমগ্র*। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২০৫।
২৭। তদেব।
২৮।http://www.jstor.org/stable/3173239
২৯। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। "কথামানবী"। *কবিতাসমগ্র*। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২২৮।
৩০। তদেব, পৃ. ২২৯।
৩১।তদেব, পৃ. ২৩০।
৩২।তদেব, পৃ. ২৩২।
৩৩। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। "অর্ধেক পৃথিবী"। *কবিতাসমগ্র*। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১১৫।
৩৪।---"মেয়েদের অ আ ক খ"। *কবিতাসমগ্র*। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ২০১৩,পৃ. ১৭৪।
৩৫।তদেব, পৃ. ১৮৭।
৩৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। "শিশু", *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার: কলিকাতা, ১৯৮২, পৃ. ২৭।
৩৭। তদেব।
৩৮। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। *ছেলেকে হিসট্রি পড়াতে গিয়ে*। প্রথম ই-বুক সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ২০২০, পৃ. ১৩।
৩৯।তদেব।
৪০। তদেব।

৪১। Derrida, Jaques. *The Gift of Death*,trans. Devid Wills. The University of Chicago Press: Chicago & London, 1995, p- 83.

৪২। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। "হাঘরে ও দেবদাসী"। *কবিতাসমগ্র*। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৯৫।

৪৩। তদেব, পৃ. ৯৭।

৪৪। Quoted in Baudrillard, Jean. *Simulcra and Simulation*, trans. Sheila FariaGlaser. University of Michigan Press. 1994, p- 2.

৪৫। সেনগুপ্ত, মল্লিকা। "হাঘরে ও দেবদাসী"। *কবিতাসমগ্র*। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৮৯।

৪৬। তদেব, পৃ. ৯০।

গ্রন্থপঞ্জিঃ

বাংলা

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল। *উত্তরাধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক*।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। বঙ্গীয় শব্দকোষ। সাহিত্য অকাদেমী: নিউ দিল্লী, ১৩৪০-১৩৫৩।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। দ্বিতীয় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার: কলিকাতা, ১৯৮২।

সেনগুপ্ত, মল্লিকা।*কবিতাসমগ্র*। আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ২০১৩।

---*ছেলেকে হিসট্রি পড়াতে গিয়ে*। প্রথম ই-বুক সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স: কলকাতা, ২০২০।

হোসেন, পারভেজ ও আলম, ফয়েজ (সম্পা.)। জ্যাক দেরিদা পাঠ ও বিবেচনা। সংবেদ প্রকাশনা: ঢাকা, ২০০৬।

English

Baudrillard, Jean. *Simulcra and Simulation*, trans. Sheila Faria Glaser. University of Michigan Press. 1994.

Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Taylor & Francis e-Library, 2002.

Derrida, Jaques, Trans. Devid Wills. *The Gift of Death*. The University of Chicago Press: Chicago & London, 1995.

Nietzsche, Friedrich. *The Will to Power*,trans. Walter Kaufmann & R.J. Hollingdale,Vintage Books: New York,1967.

Rossiter, Amy.*Practice Research in Social work: Postmodern feminist perspective*. Routledge: London and New York, 2000.

Tong, Rosemarie. *Feminist Thought: A more Comprehensive Introduction. Third Edition*. West view Press: USA, 2009.